সূচিপত্র

অবতরণিকা ⁞ ০৭

লেখকের ভূমিকা ⁞ ২১

আল-ইহদা ⁞ ২৩

যাদের ভালোবাসা চির অটুট থাকবে ⁞ ২৫

নববি দীপাধার থেকে সুসংবাদ ⁞ ২৭

নববি দীপাধার থেকে কিছু নির্দেশনা ⁞ ৪৬

সালাফে সালিহিন থেকে সুসংবাদ ⁞ ৫৩

কিছু মূল্যবান উপদেশ ⁞ ৫৫

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি নবিজি ﷺ-এর ভালোবাসা ⁞ ৬৪

নবিজির প্রতি সাহাবিদের ভালোবাসা ⁞ ৭৬

সাহাবায়ে কিরামের মাঝে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ⁞ ৯৮

তাবিয়িন ও সালাফে সালিহিনের নিকট আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ⁞ ১০৭

রব্বুল আলামিনের জন্য পরস্পরকে মহব্বতকারীদের চমৎকার কিছু ঘটনা ⁞ ১১৪
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার আরও কিছু কথা ⁞ ১২১
শেষকথা ⁞ ১৩২

অবতরণিকা

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد

আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মাঝে আল্লাহর জন্যই সৌহার্দ্যপূর্ণ হৃদ্যতা, কোমল ভালোবাসা ও সুগভীর সম্পর্কের কথার চেয়ে অন্য কোনো কিছুর আলোচনা অধিক আনন্দদায়ক নয়। আল্লাহর জন্য পরস্পরের এই ভালোবাসার কারণেই তাদের সারিগুলো এক, সম্মিলিত, সংযুক্ত, শক্তিশালী, মজবুত ও দৃঢ় থাকে। তাদের বিবিধ স্লোগান ও নামের কারণে নয়; বরং জাহির-বাতিন, গোপন-প্রকাশ্য, ভেতর-বাইর, নাম-অভিধা, মগজ-হাকিকত সর্বক্ষেত্রে সেই সব হৃদয়ের কারণে, যারা সত্যিকার ভালোবাসায় সিক্ত, যাদের ঝরনা নিখাদ মহব্বতে উৎসারিত—কৃত্রিমতা যাকে ঘোলাটে করে না, লৌকিকতা যাকে মলিন করে না, কাঠিন্য যাকে মিশ্রিত করে না; বরং যা উপত্যকার ওপর পানির প্রবাহের মতো স্বচ্ছতা, কোমলতা, নম্রতা ও সহজতা নিয়ে আপন প্রকৃতিতে প্রবাহিত হয়; ফলে তার বিস্তৃত ছায়ায় পরিচিত আত্মাগুলো মিলিত হয়, কাছাকাছি থাকা দেহসমূহের মিলনের চেয়েও বেশি সেগুলো থেকে আগ্রহ ও অনুরাগ জারি হয়, তখন তা সেগুলোকে সৌহার্দ্য, স্বচ্ছতা ও ভ্রাতৃত্ব দিয়ে কাছে টেনে নেয়, যেন তারা দুই দেহে এক আত্মা। দেহ ভিন্ন হয়ে আত্মা এক হওয়াতে কোনো অসুবিধা

নেই; দুর্ভাগ্য হচ্ছে দেহ একসাথে থেকে আত্মাগুলো বিদ্বেষে দূরে দূরে থাকা। প্রথম দল এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধ হয়ে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।'[১]

আর দ্বিতীয় দল এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত :

بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

'তাদের পারস্পরিক যুদ্ধ প্রচণ্ডই হয়ে থাকে। আপনি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করবেন; কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ শতধাবিচ্ছিন্ন। এটা এ জন্য যে, তারা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।'[২]

বাহ্যিক আকার ও নিগূঢ় রহস্যের মাঝে কত ব্যবধান!

খবর শোনা ও ঘটনাস্থলে থাকার মাঝে কত তফাত!

লক্ষ করুন! নবিজি ﷺ কীভাবে ইমানি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করেছেন, তাতে অন্তরসমূহের পারস্পরিক দয়া, অনুরাগ ও ভালোবাসা রাখার মাধ্যমে, যাতে মুসলিমরা হয়েছে এক

১. সূরা আস-সাফ, ৬১ : ৪।
২. সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ১৪।

দেহের ন্যায়। তিনি বলেছেন :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

'পরস্পর ভালোবাসা, দয়া ও অনুগ্রহে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো একই দেহের মতো। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার বাকি সব অঙ্গ বিনিদ্রা ও জ্বরের শিকার হয়।'[৩]

তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুসলিমদের পারস্পরিক খাঁটি ভালোবাসাকে ইমানের মিষ্টতা—হ্যাঁ, ইমানেরও মিষ্টতা আছে—আস্বাদনের কারণ বলেছেন। ইমান এই ভালোবাসার দ্বারা বৃদ্ধি পায় আর এই ভালোবাসা ইমানের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। এটি ইমানের খাদ্য আর ইমান এটির খাদ্য। যখনই মুমিনের অন্তরে এই ভালোবাসার খাঁটিত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং তার স্বচ্ছতা মজবুত হবে, তখনই তার ইমান বৃদ্ধি পাবে এবং সে তার মিষ্টতা ও স্বাদ পাবে। আর যখন এটা হবে, তখন তার ভাইয়ের ভালোবাসা দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং তা তার অন্তরাত্মা ও রক্তে মিশে যাবে, তখন হৃদ্যতা তাকে ছেয়ে নেবে, তার ভেতরে শান্তি প্রবেশ করবে, সে তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অনুভব করবে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

৩. সহিহুল বুখারি : ৬০১১, সহিহ মুসলিম : ২৫৮৬।

'তিনি তোমাদের অন্তরগুলোকে মিলিয়ে দিলেন, ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গিয়েছ।'[৪]

আনাস বিন মালিক ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

'তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে, সে সেগুলোর কারণে ইমানের মিষ্টতা পাবে। (এক.) যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় হবে। (দুই.) আর সে কোনো ব্যক্তিকে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে (তিন.) এবং আল্লাহ তাকে কুফর থেকে উদ্ধার করার পরে তাতে ফিরে যাওয়াকে সে এমনই অপছন্দ করবে, যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।'[৫]

ইমান ও ভালোবাসার সম্পর্ক এবং সম্পর্ক দৃঢ় হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরটির পরিপূরক হওয়া নবিজি ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদিস থেকেও বোঝা যায় :

---

৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১০৩।

৫. সহিহুল বুখারি : ১৬, সহিহ মুসলিম : ৪৩।

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

'সেই সত্তার শপথ—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে আর তোমরা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয় বলে দেবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে? তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের প্রচার-প্রসার ঘটাও।'[৬]

ইমানের অর্জনকে যখন পারস্পরিক ভালোবাসার সাথে সম্পৃক্ত করা হলো, তাহলে বোঝা যায়, পারস্পরিক ভালোবাসার কিছু উপাদান আছে—যেগুলোর মাধ্যমে তা সৃষ্টি করা সম্ভব। তন্মধ্যে একটি হলো, হাদিসে উল্লেখিত সালামের প্রচার-প্রসার, তেমনিভাবে হাদিয়া দেওয়া ইত্যাদি আরও অনেক। সুতরাং মুমিনের শরয়ি কর্তব্য ও দ্বীনি দায়িত্ব হলো, সেই সব শরয়ি উপাদান অর্জনের চেষ্টা করা, যা তার ও তার মুমিন ভাইদের মাঝে সত্যিকারের ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছার উপায় হবে; যেন সেই ভালোবাসাও আরেকটি পথ হয়, যা ধরে ইমানের পূর্ণতা পর্যন্ত পৌঁছা যাবে, যেটি জান্নাতের দরজা। এটি যেন একটি হার, যার দানাগুলো পাশাপাশি এবং মুক্তাগুলো মিলে মিলে আছে—যেগুলো একটি অপরটির শোভা বর্ধন করে।

৬. সহিহ মুসলিম : ৫৪, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৬৮।

আল্লাহর রাহের পথিকরা যেহেতু মুসলিম উম্মাহর অগ্রবর্তী দল এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় উম্মাহর চালিকাশক্তি—মুসলিমদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, হৃদ্যতা, ভালোবাসা যেই দ্বীনের অংশ—তাহলে ভালোবাসার বন্ধনগুলো মজবুত করার ও যেকোনো দাগ-কালিমা—যা সেগুলোকে দুর্বল করে দেয়—থেকে সেগুলোকে স্বচ্ছ রাখার এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধনগুলোকে শক্তিশালী রাখার ও তার উপাদানগুলো গ্রহণ করার তারাই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ও হকদার; যেন তারা পারস্পরিক দয়া, হৃদ্যতা, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বে মানুষের আদর্শ হতে পারেন; অন্যথায় তারা কীভাবে মুসলিমদের অন্তরকে তাদের প্রতি আন্তরিক করবে, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা সৃষ্টি করতে অক্ষম? আর তাদের কেউ কেউ যদি পারস্পরিক ঘৃণা, বৈরিতা, কলহ, বিরোধের উপাদানগুলো ছড়ায় এবং শত্রুতার দগ্ধকারী আগুনে ফুৎকার দেয়, অজ্ঞতা অথবা দুশ্চরিত্রের কারণে এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি ধ্বংসাত্মক ব্যাধিগুলো জাগিয়ে তোলে, তাহলে কী অবস্থা হবে? আল্লাহ আমাদেরকে আশ্রয় দান করুন।

নবিজি ﷺ ভালোবাসার উপস্থিতি ব্যতীত ইমান অর্জনের—সাফল্য ও মুক্তি যার মধ্যে নিহিত—সম্ভাবনাকে না করা থেকে আল্লাহর দ্বীনে ভালোবাসার উচ্চ অবস্থান বুঝে আসে। এ জন্য ইবনে হিব্বান ﷺ এই হাদিসের ওপরে পরিচ্ছেদ লিখেছেন : 'যারা আল্লাহ তাআলার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে না, তাদের ইমানকে না করার আলোচনা।' এটি শুধু ভালোবাসা

সৃষ্টির জন্য চেষ্টা না করা ও তার উপাদানগুলো গ্রহণ না করার কারণে আর যে ব্যক্তির কাজগুলো ভালোবাসা শেষ করে দেওয়ার আহ্বান করে আর তা হচ্ছে হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, বিরোধ ও সম্পর্ক-ছিন্নতা সৃষ্টি করা সাধারণভাবে মুসলিমদের মাঝে এবং বিশেষভাবে আল্লাহর রাহের পথিকদের মাঝে, তাহলে তা কেমন হবে?!

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ

'তারা একে হালকা মনে করে, অথচ তা আল্লাহর কাছে বিরাট কিছু।'[৭]

তার সাথে ইমানের আর কী বাকি থাকবে, যে ইমানই জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম?! এ জন্যই উল্লেখিত হাদিসের একটি বর্ণনার শুরুতে এসেছে :

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحَسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ: هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

'পূর্বেকার উম্মতদের ব্যাধি হিংসা ও বিদ্বেষ তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আর বিদ্বেষ হলো মুণ্ডনকারী; আমি বলছি না চুলকে মুণ্ডন করে; বরং দ্বীনকে মুণ্ডন করে।'[৮]

---

৭. সুরা আন-নুর, ২৪ : ১৫।

৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৩০, সুনানুত তিরমিজি : ২৫১০। হাদিসটির সনদে দুর্বলতা আছে।

ইমাম বুখারি আল-আদাবুল মুফরাদে আবু হুরাইরা ﵁-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَإِيَّاكُمْ وَالْبَغْضَةَ، فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ لَكُمْ: تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ

'তোমরা বিদ্বেষ থেকে বেঁচে থাকো; কারণ তা-ই মুণ্ডনকারী। আমি তোমাদের বলছি না চুলকে মুণ্ডন করে; বরং দ্বীনকে মুণ্ডন করে।'[৯]

আল্লাহর শপথ, এটি মুণ্ডনকারী ও দগ্ধকারী। ক্ষুর যেমন চুলকে উপড়ে ফেলে, তেমনই হিংসা-বিদ্বেষ এই দোষগুলো মানুষের দ্বীনের ওপর আসে, অতঃপর তার কিছুই ছাড়ে না, কিছুই অবশিষ্ট রাখে না; তাকে মিথ্যা, অপবাদ, গিবত, চোগলখুরি, সামনে-পেছনে দোষ বর্ণনা, মুসলিমদের প্রতি খারাপ ধারণা, তাদের ছিদ্রান্বেষণ ও তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদির দিকে ঠেলে দেয়। এই সব ব্যাধি যখন মানুষের অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যায়, তখন তার আবশ্যিক পরিণতি হয় সম্পর্কচ্ছেদ, ঝগড়া-বিবাদ, অনৈক্য ও বিভেদ; বরং কখনো কখনো রক্তপাত ও সম্পদ লুণ্ঠন পর্যন্ত নিয়ে যায়; তখন সে তার দ্বীন ও তার ভাইদের দ্বীনকে মিটিয়ে দেয়, ইচ্ছাকৃত অথবা অজ্ঞতা, অন্ধত্ব ও কুপ্রবৃত্তির কারণে।

তাহলে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের প্রাচীর সম্পূর্ণ শরয়িভাবে সীসাঢালা হবে না, তাদের সারি সম্মিলিত হবে না, যতক্ষণ না

৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৯০।

তারা ইমানি ভালোবাসার অর্থকে বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের অন্তরগুলো মিলে মিলে থাকবে এবং এতে প্রতিবন্ধক হয়— এমন সব জিনিসকে দূর করবে এবং এই বিশ্বাস পোষণ করবে যে, ইমানের স্বাদ ও মিষ্টতা এই হৃদ্যতার মাধ্যমেই অর্জন হবে।

যখন অন্তরগুলো স্বচ্ছ ও নিরাপদ হবে, আত্মাগুলো সন্তুষ্ট ও উত্তম হবে; নিরাপদ অন্তরের মানুষ কতই না শ্রেষ্ঠ!! সেই অন্তর—যা হিংসা-বিদ্বেষ, দম্ভ, কাঠিন্য ও আত্মগর্বের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র ও স্বচ্ছ—এমন অন্তর যার হবে, সেই ব্যক্তি কতই না সৌভাগ্যবান! তার চক্ষু কতই না শীতল! তার অন্তর কতই না প্রশান্ত!

আল্লাহর সাহায্য ও দ্রুত বিজয়ে এই পবিত্র, সুপ্ত ভালোবাসার আশ্চর্য প্রভাব আছে। কেনই বা থাকবে না, এটি যে আল্লাহর অনুগত বান্দাদের সারিকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে! এ জন্যই সাহায্যপ্রাপ্ত মুমিনদের গুণ হচ্ছে :

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

"আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, তারাও আল্লাহকে ভালোবাসে। তারা মুমিনদের প্রতি সদয় আর কাফিরদের প্রতি কঠোর।"[১০]

অন্তরসমূহকে মিলিয়ে দেওয়া অন্যতম ইবাদত, বিরাট নিয়ামত ও উত্তম দান, যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

---

১০. সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ৫৪।

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর তিনি প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে, যা কিছু জমিনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।'[১১]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালোবাসা দেবেন।'[১২]

আর শত্রুতা সৃষ্টি করা, বিদ্বেষের আগুন প্রজ্বলিত করা ও তা উসকে দেওয়া শয়তানের কাজ ও লক্ষ্য, সে যার প্রচেষ্টায় থাকে; যেমনটি কুরআনে এসেছে :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

'শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর

১১. সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৬৩।
১২. সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৬।

স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনো কি নিবৃত্ত হবে?'[১৩]

জাবির ﷺ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

'শয়তান এই ব্যাপারে নৈরাশ হয়ে গেছে যে, মুসলিমরা তার ইবাদত করবে; কিন্তু তাদেরকে উসকানি দেওয়ার ব্যাপারে নৈরাশ হয়নি।'[১৪]

ইবনুল জাওজি ﷺ বলেন, 'হাদিসে উল্লেখিত (التَّحْرِيش) অর্থ : উসকানি দেওয়া, অর্থাৎ সে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করে; যেন তারা বিদ্বেষে লিপ্ত হয়।

এই উন্নত বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে আলোচনা করলে, তা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে আর অল্প কয়েকটি পাতায় তা জমা করা সম্ভব হবে না আর তা কীভাবে সম্ভব, এটি তো মজলিশসমূহের সম্প্রীতি আর প্রেমিকদের আত্মা!

উলামায়ে কিরাম এই বিষয়ে পৃথক অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন, এটির মূল্য বোঝানোর জন্য এবং এটি অর্জনে উৎসাহিত করার জন্য এবং এর হিফাজতের পথ দেখানোর জন্য।

---

১৩. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৯১।

১৪. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৩৭, মুসনাদু আহমাদ : ১৪৩৬৬, সহিহ ইবনি হিব্বান : ৫৯৪১।

আমি খুব দ্রুত অতিক্রম করেছি, যা আমার প্রিয় ভাই আবুল হাসান ওয়ায়িলি—আল্লাহ তাকে (দ্বীনের ওপর) অটল-অবিচল রাখুন—এই বিষয়ে সংকলন করেছেন; আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ করার জন্য এবং ভাইদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং এই ইলাহি দানের নবায়ন ও উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানের জন্য এবং এই বন্ধনকে মজবুত করার জন্য, যেটি ছাড়া কিয়ামত দিবসে আর কোনো বন্ধন অবশিষ্ট থাকবে না—

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

'আর যখন শিঙায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন কোনো আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরকে জিজ্ঞাসা করবে না।'[১৪]

ধ্বংসপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্তরা বলবে :

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ - وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

'আমাদের জন্য না কোনো সুপারিশকারী আছে আর না অন্তরঙ্গ বন্ধু আছে।'[১৫]

কারণ, তারা তাদের সম্পর্ক তৈরি করেছে, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভোগবিলাস, সুযোগ-সুবিধা ও পার্থিব চাকচিক্যের জন্য, সুতরাং তা দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে,

১৪. সূরা আল-মুমিনুন, ২৩ : ১০১।
১৫. সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ১০০-১০১।

তার সমাপ্তির সাথে সাথে সমাপ্ত হয়ে গেছে, এখন তাদের জন্য তা আক্ষেপের বিষয় হয়ে গিয়েছে, যার ফলে তারা একে অপরকে অভিশাপ দিচ্ছে। তাদের ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হবে আর তাদের বন্ধুত্ব দুর্ভাগ্যে। আর মজবুত ইমান ও প্রকৃত ভালোবাসার ধারকরা সেদিন আনন্দচিত্তে থাকবে, যেমন তারা এর কারণে দুনিয়াতে আনন্দচিত্তে থাকত। যা আল্লাহর জন্য, তা স্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন থাকবে; আর যা গাইরুল্লাহর জন্য, তা বিচ্ছিন্ন ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং সময় আসার ও পার্থক্য স্পষ্ট হওয়ার আগেই লক্ষ করুন, কীসের ভিত্তিতে আপনার সম্পর্ক কায়িম করছেন। আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুন।

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ - يَاعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ - الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

'বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে, শুধু মুত্তাকিরা ব্যতীত। হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোনো ভয়ও নেই এবং তোমরা চিন্তিতও হবে না। যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ইমান এনেছিলে এবং যারা মুসলিম ছিলে।'[১৭]

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ভাই আবুল হাসানকে উত্তম প্রতিদান দান করেন এবং আমাদেরকে ও আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে পরস্পর দয়াশীল ও মহব্বতকারীদের

১৭. সূরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৬৭-৬৯।

অন্তর্ভুক্ত করেন, যাদের ব্যাপারে আয়াতে বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

'আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ইমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।'[১৮]

– শাইখ আবু ইয়াহইয়া

১৮. সূরা আল-হাশর, ৫৯ : ১০।